গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সমন্বয় শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.mowca.gov.bd

নং-৩২.০০.০০০০.০৪২.২৩.০১৫.১৭-১৬১ তারিখ ঃ ০১/০৬/২০২০ খ্রিঃ

বেগম রোকেয়া পদক (সংশোধিত) নীতিমালা-২০১৭

১। এই নীতিমালা 'বেগম রোকেয়া পদক নীতিমালা-২০১৭' নামে অভিহিত হবে।

২। বেগম রোকেয়া পদক প্রদানের পটভূমিঃ
বেগম রোকেয়া বাঙ্গালী মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত। নারী শিক্ষা, অধিকার এবং নারী আন্দোলনে তাঁর রয়েছে অসাধারণ অবদান। সরকার নারী জাগরণে বেগম রোকেয়ার অবদান চিরস্বরণীয় করা এবং এ থেকে তাদের অনুপ্রাণিত করার উদ্দেশ্যে 'বেগম রোকেয়া পদক' শীর্ষক একটি রাষ্ট্রীয় পদক প্রবর্তন করেছে। নারীদের জন্য 'বেগম রোকেয়া পদক' দেশের সর্বোচ্চ পুরস্কার হিসেবে গণ্য হবে।

৩। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ও গৌরবজ্জ্বল ভূমিকার জন্য 'বেগম রোকেয়া পদক' প্রদান করা হবেঃ

(ক) নারী শিক্ষা;
(খ) নারী অধিকার;
(গ) নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন;
(ঘ) সাহিত্য ও সংস্কৃতির মাধ্যমে নারী জাগরণ;
(ঙ) পল্লী উন্নয়ন;
(চ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন ক্ষেত্রে।

৪। (ক) এ পদক প্রদানের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিকে বাংলাদেশের নাগরিক (মহিলা) হতে হবে।
(খ) চারিত্রিক গুণাবলি ও দেশাত্ববোধে তাঁকে অনন্য হতে হবে।
(গ) পদক প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যক্তির সামগ্রিক জীবনের কৃতিত্ব ও অবদানকে গুরুত্ব প্রদান করা হবে।

৫। প্রতি বৎসর বেগম রোকেয়া পদকের সংখ্যা সর্বোচ্চ ০৫(পাঁচ) হবে; তবে সরকার প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কোন বৎসর উপযুক্ত প্রার্থী না পেলে পদক সংখ্যা হ্রাস করতে পারবে।

৬। বেগম রোকেয়া পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গকে প্রদেয়সমূহ:

(ক) আঠার ক্যারেট মানের পঁচিশ গ্রাম স্বর্ণ দ্বারা নির্মিত একটি পদক (পদকচিত্র: সংলাগ-ক);
(খ) পদকের একটি রেপ্লিকা;
(গ) চার লক্ষ টাকা এবং
(ঘ) একটি সম্মাননাপত্র।

৭। ৭.১ প্রতি বৎসর ৩০শে জুনের মধ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক অন্যান্য সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ, মাঠ প্রশাসন/বিশ্ববিদ্যালয়/বাংলা একাডেমি/নজরুল ইন্সটিটিউট/অন্যান্য একাডেমি ও ইন্সটিটিউট থেকে পূর্ববর্তী বছরসমূহের অবদানের জন্য মনোনয়ন আহবান করা হবে।

৭.২ বেগম রোকেয়া পদক পাওয়ার ক্ষেত্রে উপযুক্ত প্রার্থীদের প্রস্তাব/মনোনয়ন আহ্বানের জন্য বহুল প্রচার করা হবে। এক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে হবে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ওয়েব-সাইটে এ সংক্রান্ত সকল তথ্যাদি ও আবেদনের জন্য 'ছক' প্রকাশ করতে হবে।

৭.৩ বেগম রোকেয়া পদকপ্রাপ্ত সুধীজনের সুপারিশক্রমে অথবা অন্যান্য মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা/ মাঠ প্রশাসন থেকে প্রার্থীর নাম মনোনয়ন প্রদান করা যাবে।

৭.৪ প্রস্তাবিত ব্যক্তি সম্পর্কে নির্ধারিত 'ছক' পূরণ করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মনোনয়ন সরাসরি মন্ত্রণালয়ে বা মন্ত্রণালয়ের ওয়েব-সাইটে জমা দিতে হবে (নির্ধারিত ছক: সংলাগ-খ)।

৮। প্রাথমিক প্রার্থী নির্বাচন কমিটিঃ

৮.১ কমিটি গঠনঃ

(ক) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী	- আহবায়ক
(খ) সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	- সদস্য
(গ) সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(ঘ) সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(ঙ) সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(চ) সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	- সদস্য
(ছ) সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-সদস্য সচিব

৮.২ কমিটির কার্যপরিধিঃ

(ক) প্রস্তাবিত ব্যক্তি সম্পর্কে মাঠ প্রশাসন/মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য দপ্তর/ওয়েবসাইট থেকে প্রাপ্ত আবেদন ও অন্যান্য তথ্যাদি নির্ধারিত 'ছক' মোতাবেক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে হবে।

(খ) প্রাথমিক প্রার্থী নির্বাচন কমিটি জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বিবেচনার জন্য প্রাথমিক তালিকা প্রস্তাব করবে।

(গ) ৩০ শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে সভা অনুষ্ঠানসহ সকল কার্যাদি সম্পন্ন করবে।

(ঘ) উপযুক্ত প্রার্থীর অভাব হলে পদক প্রদানের সুপারিশকালে বিগত বছরের সুপারিশকৃত কিন্তু পদক পাননি এমন ব্যক্তিদের বিষয় বিবেচনা করা যাবে।

(ঙ) রোকেয়া পদক প্রদানের বিষয় বিবেচনাকালে তৃণমূল ও প্রান্তিক পর্যায়ের অবহেলিত, অনগ্রসর উপযুক্ত ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার প্রদানের বিষয় বিবেচনা করা হবে।

(চ) পদক প্রদানের নাম সুপারিশকালে তুলনামূলক বয়োজ্যেষ্ঠ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার প্রদানের বিষয় বিবেচনা করা যাবে।

৯। ৯.১ প্রাথমিক প্রার্থী নির্বাচন কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত তালিকা সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি ও প্রমানক কাগজসহ ১৫ই অক্টোবরের মধ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় জাতীu পুরস্কার সংক্রান[1] মন্ত্রিসভা কমিটির বিবেচনার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করবে।

৯.২ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে তালিকা প্রেরণকালে বেগম রোকেয়া পদকের জন্য সুপারিশকৃত বিশিষ্ট মহিলাদের নাম, জীবনবৃত্তান্ত, অবদানের ক্ষেত্র সম্পর্কে তথ্যাদি থাকতে হবে।

৯.৩ জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সুপারিশ এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে বেগম রোকেয়া পদক প্রদানের বিষয় চূড়ান্ত করা হবে।

৯.৪ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পদকপ্রাপ্তদের নাম অনুমোদনের পর মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে নির্বাচিত ব্যক্তিদের মতামত/সম্মতি গ্রহণ করতে হবে।

৯.৫ সকল কার্যাদি চূড়ান্তকরণের পর এবং পদক সংক্রান্ত পুরস্কার প্রদানের পূর্বে গণমাধ্যমে নির্বাচিত ব্যক্তিদের নাম প্রকাশ করা হবে।

৯.৬ পদক গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করা হলে বা পদক গ্রহণ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট মতামত না পেলে বিষয়টি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অবহিত করতে হবে। পদক গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপনের ক্ষেত্রে পদক প্রাপ্তদের চূড়ান্ত তালিকায় উক্ত ব্যক্তির নাম অন্তর্ভুক্ত হবে না এবং তাকে পদক প্রাপ্ত হিসেবে ঘোষণা করা যাবে না।

৯.৭ মরণোত্তর পদক প্রদানের ক্ষেত্রে অথবা পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তির শারীরিক অসুস্থতার কারণ বা অন্য কারণে পদক বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে অপারগতা প্রকাশ করলে তাঁর মনোনীত উপযুক্ত উত্তরাধিকারী/প্রতিনিধি পদক গ্রহণ করতে করতে পারবেন।

৯.৮ পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তি বিদেশে অবস্থান করলে এবং উপযুক্ত উত্তরাধিকারী/ প্রতিনিধির নাম মনোনয়ন না করলে পরবর্তী বছর পদক গ্রহণ করতে পারবেন।

৯.৯ প্রতি বৎসর ৯ ডিসেম্বর মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত 'বেগম রোকেয়া দিবস' অনুষ্ঠানে এই পদক প্রদান করা হবে।

১০। এই নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর হবে এবং ইতোপূর্বে জারিকৃত এতদসংক্রান্ত সকল নির্দেশনাবলি এতদ্বারা বাতিল বলে গণ্য হবে।

০২/০৬/2020

(কাজী রওশন আক্তার)
সচিব
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়